Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বে সবরের কুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আছমা আক্তার

রোলঃ 227021007

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বে সবরের কুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আছমা আক্তার

রোলঃ 227021007

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বে সবরের কুফল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আছমা আক্তার, আইডিঃ 227021007 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বে সবরের কুফল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আছমা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আছমা আক্তার

আইডিঃ 227021007

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

বে সবরের কুফল

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা

1. ভূমিকা। ৩
2. সবর ও বে সবরের সংজ্ঞা । ৪
3. সবরের প্রকারভেদ । ৫-৭
4. সবর কখন ও কিভাবে । ৮
5. সবরের গুরুত্ব ও ফজিলত । ৮-৯
6. সবরের প্রকৃত রূপ। ১০
7. বিপদে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত। ১১-১২
8. বালা মুসিবতের মাধ্যমে সবরেরপরীক্ষা। ১২-১৪
9. সাহায্য প্রাপ্তির উপায় সবর। ১৫-১৬
10. সবর মুমিনের অন্যতম গুণ। ১৬
11. সবরকারী ব্যক্তির সফলতা নিশ্চিত । ১৬-১৭
12. সবর বা ধৈর্য ধারণে প্রতিবন্ধক সমূহ । ১৭-১৯
13. নবী রাসুলগনের ধৈর্যের পরীক্ষা। ২০-২৩
14. বে সবর না হতে সহায়ক উপাদানসমূহ। ২৩
15. বে সবর আদবের খেলাফ। ২৩-২৫
16. আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বে সবর । ২৫-২৬
17. বে সবর ব্যক্তি চেনার উপায়। ২৬-২৭
18. যে সকল ক্ষেত্রে সবার করা যাবে না। ২৭
19. আমলের ক্ষেত্রে বে সবর হলে তা বাতিল হবে। ২৭-২৮
20. বে সবর সম্পর্কিত হাদিস। ২৮
21. মৃত ব্যক্তির ক্রন্দনে বে সবর সম্পর্কিত হাদিস। ২৮-২৯
22. মসিবত নাযিল হলে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার হুকুম। ৩০-৩১
23. অসুস্থতার দিনে সবার পরীক্ষা। ৩১

24.মুসিবতের চেয়ে নেয়ামতের পরীক্ষা বেশি কঠিন। ৩১-৩২
25.বে সবর কবিরা গুনাহ। ৩২-৩৩
26.বে সবরের পরিণতি। ৩৩-৩৪
27.তালিবে ইলমের বে সবর না হওয়া। ৩৪-৩৫
28.বে সবর না হতে নিষেধাজ্ঞা। ৩৫
29.বে সবর থেকে দূরে থাকতে যেগুলো করবেন না। ৩৫-৩৭
30.সবর করতে না পারলেও কি পুরস্কার পাবে। ৩৭
31.আল্লাহকে ভালবাসলে ধৈর্য ধারণ শিখতেই হবে। ৩৭-৪০
32.উপসংহার। ৪০
33.তথ্যসূত্র। ৪১-৪২

১.ভূমিকা

ধৈর্য অর্থ সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, সহ্য বা অপেক্ষা করার ক্ষমতা, ধীরতা, নিস্পৃহতা, প্রশান্তি ইত্যাদি।

ধৈর্য-এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে সবর।সবর এর বিপরীত শব্দ বে সবর

'বে সবর'-এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা। পারিভাষিক অর্থ নফসকে প্রবৃত্তি পরায়ণতা থেকে বিরত রাখা,ব্যাকুল, অস্থির, ধৈর্যহীন।অস্থিরতা, ধৈর্যের অভাব।

মানুষের আত্মিক গুণাবলির মাঝে একটি উত্তম গুণ হলো সবর। এর মাধ্যমে অনর্থক ও অসুন্দর কার্যক্রম থেকে মানুষ বিরত থাকে। এটি আধ্যাত্মিক একটি শক্তি, যার মাধ্যমে নফস পরিশুদ্ধ হয় এবং সুন্দরভাবে কার্য সম্পাদন করে।

মানুষকে জীবনে বিপদ থাকবেই ।এ থেকে কেউ মুক্তি পাবে না। অবশ্যই মানুষকে পরীক্ষা করা হবে।মানুষকে আনন্দদায়ক বিষয় ও কষ্টদায়ক বিষয়- উভয়ের মাধ্যমেই পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তার জন্য এসব অবস্থায় অবশ্যই সবরকারী ও কৃতজ্ঞ বান্দা হতে হবে,বে সবর হলে চলবেনা।

যে বান্দার মধ্যে সবর নেই সে চরম হতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে নিজেকে শয়তানের কাছে পরাস্থ করে দেয় এবং যাবতীয় মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে সকল বান্দার পরিণতি হয় জাহান্নাম। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হইল আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, ইহা অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না। মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে, সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সেতা হালকা ভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখা সবরের মূল মন্ত্র।

২.সবর ও বেসবরের সংজ্ঞা

الصبر শব্দটি صبر থেকে গৃহীত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ বাধা প্রদান করা ও বিরত রাখা। যখন বাধা প্রদান করা হয় ও বিরত রাখা হয় তখন আরবীতে বলা হয় صبر। অধৈযর্তা-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা থেকে নফ্সকে বিরত রাখা, অভিযোগ পেশ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা থেকে জবানকে বিরত রাখা এবং মুছীবতে পড়ে গালে চপেটাঘাত করা এবং জামা ছিড়ে ফেলা থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে বিরত রাখাকে الصبر বলা হয়। সুতরাং সবর তিন প্রকার। আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন, তা পালন করতে গিয়ে সবর করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার ক্ষেত্রে সবর করা এবং তাক্বদীর অনুযায়ী যেসব মুছীবত আসে তাতে সবর করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(ﷺمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত"। (সূরা তাগাবুন: ১১) [১৯

আর বে সবর বলতে বুঝায় আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করা এবং মন্দ কাজগুলি হতে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাকে বুঝায়।

৩.সবরের প্রকারভেদ

কাজের গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের বিবেচনায় ধৈর্যকে ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো:

(১) ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)

(২) মানদুব (উৎসাহ প্রদানমূলক কাজ)

(৩) মাযুর (নিষিদ্ধ)

(৪) মাকরুহ (অপছন্দনীয়) এবং

(৫) মুবাহ (অনুমোদিত)

ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) ধৈর্য:

১. নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তু থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

২. বাধ্যতামূলক আমলগুলোকে অব্যাহত করার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

৩. অনিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রতিকূলতা মোকাবিলার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারন করা। অর্থাৎ এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া, যার উপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যেমন কেউ যখন অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হয় তখন মানুষকে এ ধরনের ধৈর্য ধরতে হয়।

মানদুব (উৎসাহ প্রদানমূলক কাজ) ধৈর্য:

১. অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

২. পছন্দনীয় বা সুপারিশকৃত আমল বা মুস্তাহাব পালন করার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

৩. প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য ধৈর্যের চর্চা করা।
মাযুর (নিষিদ্ধ) ধৈর্য:
১. মৃত্যু পর্যন্ত হারাম খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

২. হারাম গোশত, রক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা। না খেলে মৃত্যু হয়ে যাবে এমন হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের (র.) মতে, কারও যদি পঁচা গোশত ছাড়া আর কোনো বিকল্প খাবার না থাকে এবং সে যদি এই হারাম খাবার সামনে থাকার পর না খেয়ে ক্ষুধার কষ্টে বা না খেয়ে মারা যায় তাহলে তার পরিণতি শুভ হবে না।

৩. ভিক্ষা না করে ধৈর্যধারণ করা। যদিও ভিক্ষা করা একেবারেই নিষিদ্ধ নাকি

কিঞ্চিৎ সুযোগ আছে, তা নিয়ে এখনো কিছুটা বিতর্ক আছে। ইমাম আহমাদের (র.) মতে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্য ধরার সুযোগ আছে। ইমাম আহমাদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একজন মানুষের সামনে যদি এমন পরিস্থিতি আসে যে সে ভিক্ষা না করলে মারা যাবে। তাহলে সে কী করবে? ইমাম আহমাদ (র.) প্রশ্নকর্তার সাথে দ্বিমত করেন এবং বলেন, ভিক্ষা না করার কারণে কেউ মরবে না। কেননা আল্লাহ তার রিজিক নির্ধারণ করে রেখেছেন। তার মতে, যেহেতু আল্লাহ প্রতিটি বান্দার প্রয়োজন জানেন ও বুঝেন তাই কেউ যদি ভিক্ষাবৃত্তি না করে ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ নিজ দায়িত্বেই উক্ত বান্দাকে রিজিক দান করবেন। ইমাম আহমাদের অনেক ছাত্র বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি ভিক্ষা করতে বাধ্য হয় কিন্তু সে তা না করে তাহলে তার বিপথগামী হওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে বরং তার ভিক্ষার পথেই যাওয়া উচিত।"

৪. যে বিষয়গুলো থেকে মৃত্যু হতে পারে এমন বিষয় থেকে বিরত থাকাও ধৈর্যের আওতায় পড়ে। যেমন: সাপ, আগুন, পানি।

৫. ফিতনার সময়ে যখন মুসলিমরা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন ধৈর্য ধরার কোনো বিকল্প নেই। মানুষ যদি এই ধরনের কঠিন সময়ে নিজেরা নিজেদের সাথে লড়াই করা থেকে বিরত থাকতে পারে, তখন ধৈর্য ধরাই উত্তম। রাসুল (সা.) বলেছেন, "আদম সন্তানের উচিত নিজেদের মধ্যে উত্তম হওয়ার চেষ্টা করা।" (আবু দাউদ)
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সুরা আল মায়েদায় আদি পিতা হযরত আদমের (আ.) দুই সন্তানের ঘটনা বিবৃত করেছেন। যেখানে একজন ভাই অপর ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা

করতে চাইলেও ভিকটিম ভাইটি নিজেকে সংযত করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ এই ভাইটিকে প্রশংসা করে বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لَين بسطتَ إِلى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ َلَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِين

"আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শোনান। যখন তারা ভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হাত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হাত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। অতঃপর তার অন্তর তাকে ভাই হত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। তারপর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (সুরা মায়েদাহ: আয়াত ২৭-৩০)

তবে মনে রাখতে হবে, সংযত হওয়ার এই বিধানটি কাফেরদেরকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তখন বরং নিজেকে রক্ষা করার জন্য ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মানে হলো ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে হেফাজত করা।

মাকরুহ (অপছন্দনীয়) ধৈর্য:
নিজের শরীরের ক্ষতি করে বৈধ খাবার খাওয়া, বৈধ পানীয় পান করা বা বৈধ যৌনাচার করার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

২. মাকরুহ আমল করার জন্য ধৈর্য ধরা।

মুবাহ (অনুমোদিত) ধৈর্য:

মুবাহ বা অনুমোদিত আমল থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

৪.সবর কখন ও কিভাবে

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে আমরা বালা মুসিবত ,বিপদ, পরীক্ষা আনন্দ ,দুঃখ বিভিন্ন অবস্থায় পার করে থাকি। এই প্রত্যেকটি ধাপ পার করতে হলে আমাদেরকে সবর বা ধৈর্যধারণের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হয়। তাই কখন কিভাবে সবর করব পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি সবর বা ধৈর্য হচ্ছে আমাদের মূল অস্ত্র।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মুমিনদেরকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর, সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আলে ইমরান ৩/২০০)। তিনি আরো বলেন, ٙوَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين 'তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' (আনফাল ৮/৪৬)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ٙوَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَة إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই তা যথেষ্ট কঠিন; কেবল বিনয়ী লোকেরা ব্যতীত' (বাক্বারাহ ২/৪৫)।

৫.সবরের গুরুত্ব ও ফজিলত

সবর বা ধৈর্য ধারণ করা আকীদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জীবনে বিপদ-মুসিবত নেমে আসলে অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার আশা করতে হবে।

ইমাম আহমদ রহঃ বলেন, "আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নব্বই স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

"সবর হল জ্যোতি।" (মুসনাদ আহমদ ও মুসলিম)

উমর রা. বলেন, "সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।" (বুখারী)

মহান আল্লাহর বাণী,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। - [সুরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৫৩]

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহি'মাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন,

ইমাম যায়নুল আবেদীন রহি'মাহুল্লাহ বলেন যে, "ক্বিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেন, ধৈর্যশীলগণ কোথায়? আপনারা উঠুন ও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করুন।'

এইকথা শুনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবেন এবং জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবেন। ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করবেন, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

তারা বলবেন, 'জান্নাতে'।

ফেরেশতাগণ বলবেন, 'এখনও তো হিসেব দেয়াই হয়নি?

তারা বলবেনঃ ''হাঁ, হিসেব দেওয়ার পূর্বেই।'

ফেরেশতাগণ তখন জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে আপনারা কোন প্রকৃতির লোক?

উত্তরে তারা বলবেন, 'আমরা ধৈর্যশীল লোক। আমরা সদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে লেগে ছিলাম, তার অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ হতে বেঁচে থাকতাম। মৃত্যু পর্যন্ত আমরা ওর উপর ধৈর্য ধারণ করেছি এবং অটল থেকেছি।'

তখন ফেরেশতারা বলবেন, ‘বেশ, ঠিক আছে। আপনাদের প্রতিদান অবশ্যই এটাই (অর্থাৎ বিনা হিসাবে জান্নাত) এবং আপনারা এরই যোগ্য। যান, জান্নাতে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করুন।
*কুরআন মাজীদে একথাই ঘোষিত হয়েছে-

ধৈর্যশীলগণকে তাদের পূর্ণ প্রতিদান বে-হিসাব দেওয়া হবে।' [সুরা আয-যুমার, আয়াত ১০]
তথ্যসূত্র:

৬.সবরের প্রকৃত রূপ

সবর হইল ঈমানের মূল। কারণ, সর্বোত্তম নেকী হলো তাকওয়া যা সবর দ্বারা অর্জিত হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, চারটি বিষয়ের উপর ঈমানের স্থিতি নির্ভরশীল। যথা- একীন, সবর, জেহাদ ও সুবিচার। তিনি আরো বলিয়াছেন, ঈমানের সঙ্গে সবরের সম্পর্ক এমন, যেমন দেহের সঙ্গে মস্তকের সম্পর্ক। অর্থাৎ, মস্তক ব্যতীত যেমন দেহ কল্পনা করা যায় না, অনুরূপ যার সবর নাই, তার যেন ঈমান নাই। বালা-মুসীবত হতে সবর করা হলে এর নাম সবরই বলা হবে এবং এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় নৈরাশ্য। যদি অর্থ-বিত্ত ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে সবর করা হয়, তবে এই সবরের নাম আত্মসংযম। এর বিপরীত অবস্থা হলো আস্ফালন। রণাঙ্গনে মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া যদি সবর করা হয় তবে উহার নাম বীরত্ব এবং উহার বিপরীত অবস্থা হইল কাপুরুষতা। ক্রোধ হজম করার ক্ষেত্রে এই সবর করা হলে উহার নাম হবে সহনশীলতা এবং এর বিপরীত অবস্থা হলে ক্রোধান্ধতা। যুগের কোন আপদ হতে যদি সবর করা হয় তবে এর নাম হবে অসিম সাহসিকতা এবং এর বিপরীত হবে স্বল্প সাহসিকতা। কোন কথা গোপন রাখার বিষয়ে যদি এই সবর করা হয় তবে তাকে বলা হবে "গোপন বিষয় রক্ষক"। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে যদি সবর করা হয় তবে এর নাম যুহ্‌দ বা সংসার নির্লিপ্ততা। এর বিপরীত অবস্থা হলো লোভ ও সংসারাসক্তি। আর নফসের যাবতীয় চাহিদার ক্ষেত্রে যদি স্বল্পতার উপর সবর করা হয় তবে এর নাম অল্পেতুষ্টি। এর বিপরীত অবস্থা হলো শাহওয়াত।

নিয়মিত সার্বক্ষণিক সবর দ্বারা হওয়ায় যায় সিদ্দীক ও আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা। এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহকে স্বীয় পালনকর্তা জ্ঞান করে সর্বদা এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকে। তারা কখনো সরল পথ বর্জন করে না এবং কখনো আল্লাহর দিক হইতে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। এই শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনী জযবার দাবী বিষয়ে নিজেদের অন্তর সম্পর্কে নিশ্চিত। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে

-ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরিয়া যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া। (সূরা ফাজর ২৮ আয়াত)

৭.বিপদে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত

মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন-কে বিপদ অবতীর্ণ হলে রাগান্বিত হয়-এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মুসিবতের সময় মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয়:

- প্রথম ভাগ: রাগান্বিত হওয়া। এটা আবার কয়েক প্রকার:

প্রথম প্রকার: হৃদয়ের অবস্থা এমন হবে যে, রবের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিষয়ে রেগে যাবে। আর তা হারাম। কখনো কখনো তা কুফরি পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

'আর লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহর উপাসনা করে কিনারায় রয়ে; ফলে যদি তার প্রতি ভালো কিছু ঘটে, সে তাতে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু তার প্রতি যদি বিপর্যয় ঘটে, সে তার মুখ ফিরিয়ে ঘুরে যায়। সে ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরকালেও। **৩১১**

দ্বিতীয় প্রকার: কখনো রাগটা জিহ্বার মাধ্যমে হয়। যেমন ধ্বংস ও পতন ডাকা এবং এ সম্পর্কিত কোনো বাক্য বলা। এটা হারাম।

তৃতীয় প্রকার: রাগটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। যেমন: মুখ চাপড়ানো, জামা ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এগুলো সবই হারাম এবং ফরজ সবরের পরিপন্থী।

- দ্বিতীয় ভাগ: সবর। যেমনটা কবি বলেন:

والصبر مثل اسمه مر مذاقته " لكن عواقبه أحلى من العسل

'সবর তার নামের মতোই, যার স্বাদ তিক্ত; কিন্তু শেষ পরিণাম মধুর চেয়েও মিষ্ট।'(সুরা আল-হাজ্ব)ফলে দেখা যায় যে, সবর অনেক কঠিন একটি কাজ, কিন্তু তা সহ্য করা যায়। বান্দা বিপদে পড়া অপছন্দ করে, কিন্তু যে বান্দা বিপদে পড়ে সবর করে, সে সবর তাকে ক্রোধ ও অস্থিরতা প্রকাশ থেকে সংবরণ করে। তখন বিপদে পড়া ও না পড়া তার কাছে সমান হয়ে যায়। এই সবর ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবরের ব্যাপারে আদেশ করেছেন-

َوَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين

'আর তোমরা সবর করো, নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন। **১০১২**

- তৃতীয় ভাগ: মানুষ মুসিবতের ব্যাপারে এমনভাবে সন্তুষ্ট থাকবে যে, বিপদের

উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি সমান হবে এবং তার কাছে বিপদ কঠিন হবে না, আর না তা সহ্য করা কঠিন হবে। সঠিক কথা অনুযায়ী এই অবস্থানটা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়। এই তৃতীয়ভাগ ও দ্বিতীয়ভাগের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট। কারণ, এই ভাগে মুসিবত থাকা না থাকা সমান, আর আগের ভাগে মুসিবত কঠিন মনে হয়, কিন্তু সবর করে।

- চতুর্থ ভাগ: শোকর। এটি সর্বোচ্চ স্তর। শোকর হলো, বান্দা তার ওপর আপতিত বিপদের কারণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ, বিপদ তার গুনাহ মুছে দেয় এবং নেকি বৃদ্ধি করে। রাসুল বলেন:

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

'মুসলিম যেকোনো বিপদে আক্রান্ত হয়, আল্লাহ তার কারণে গুনাহ মিটিয়ে দেন, নাএমনকি যদি কাঁটা বিদ্ধ হয় তাতেও।

৮.বালা মুসিবতের মাধ্যমে সবরের পরীক্ষা

বালা-মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষার হেকমত হচ্ছে বালা-মুসিবতে পড়লে বান্দার কি অবস্থা হয় সেটা যাচাই করা: বান্দা কি সবর করে; নাকি হতাশ হয়ে পড়ে। আর নেয়ামত দেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করার হেকমত হচ্ছে বান্দার অবস্থা ফুটিয়ে তোলা; বান্দা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; নাকি কৃতঘ্ন হয়ে যায়।

বনী আদমের সকল কর্মকাণ্ড, তার সকল বিষয়, জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু পরীক্ষার আওতাভুক্ত। তার জীবনটাই পরীক্ষা। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা। তার অসুস্থতা পরীক্ষা। তার সুখ-শান্তি পরীক্ষা। তার সম্পদ পরীক্ষা। তার রিখিক পরীক্ষা। তাকে ঘিরে যা কিছু আছে সবকিছু তার জন্য পরীক্ষা। তার ইলম পরীক্ষা। এ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য তার চলার পথ নির্বাচন করার পরীক্ষা। বান্দা কি

ডান পথ গ্রহণ করে; নাকি বাম পথ। বান্দা কি রহমানের বাধ্য হয়ে চলে; নাকি শয়তানের বাধ্য হয়ে চলে। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"[সূরা মুলক, আয়াত: ২] আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।" (সূরা হূদ, আয়াত: ০৭] আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।" [সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তিপ্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।" [সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫]

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পরীক্ষা'। এ পরীক্ষা মধ্যে রয়েছে ইবাদতের দায়িত্বগুলো অর্পণ। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইবাদত আদায় করবে সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্তকারী ইবাদতের ব্যাপকার্থক যে সংজ্ঞা তার ভিত্তিতে সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি এতে কসুর করবে সে তার কসুর অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ্ তাআলা জানাচ্ছেন যে, তিনি বিশ্বজগৎ, মৃত্যু, জীবন এবং পৃথিবীকে এর ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা দিয়ে সুশোভিত করেছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি যেন পরীক্ষা করে নিতে পারেন তাঁর মাখলুকের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। যার কর্ম হবে তার রবের পছন্দ অনুযায়ী। এর মাধ্যমে মাখলুক তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, বিশ্বজগৎকে যে লক্ষ্যে সৃজন করা হয়েছে সে

বাস্তবায়ন করবে। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে- রবের বন্দেগী করা; যে বন্দেগীর মধ্যে নিহিত রয়েছে রা ভালবাসা ও আনুগত্য। এটাই হচ্ছে- উত্তম আমল। যে আমল তাঁর ভালবাস সন্তুষ্টি অনুযায়ী পালিত হয়। ['রওযাতুল মুহিব্বীন' পৃষ্ঠা- ৬১ থেকে সমাপ্ত)
আল্লামা মুহাম্মদ আল-আমীন আল-শানক্বিতী (রহঃ) সূরা যারিয়াত এর ৫৬ নং আয়াত "আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি" এর তাফসির করতে গিয়ে বলেন: এ আয়াতে কারীমার গবেষণালব্ধ অর্থ হচ্ছে-ইনশাআল্লাহ্-: 'শুধু আমার ইবাদতের জন্য' অর্থাৎ তাদেরকে শুধু আমার ইবাদত করার নির্দেশ দেয়ার জন্য এবং দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর কর্ম অনুযায়ী আমি তাদেরকে প্রতিদান দিব: ভাল আমল করলে ভাল; খারাপ আমল করলে খারাপ।

আমরা গবেষণালব্ধ এজন্য বললাম যেহেতু আল্লাহ্ কিতাবের অনেক মুহকাম আয়াত এ অর্থটি নির্দেশ করে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবের অনেক স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে কর্মে উত্তম এবং তিনি তাদেরকে সৃজন করেছেন যাতে করে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে পারেন।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা কাহাফের প্রথমদিকে বলেন:

"নিশ্চয় যমীনের উপর যা কিছু আছে আমরা সেগুলোকে তার শোভা করেছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।" [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৭]

এ আয়াতগুলোতে পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে যে, সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে এ পরীক্ষা করা যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। এটি আল্লাহর 'আমার ইবাদতের জন্য... আয়াতকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। কুরআন দিয়ে কুরআন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

এ কথা সুবিদিত যে, আমলের ফলাফল পরিপূর্ণ হবে না নেককারের নেকের প্রতিফল ও পাপীর পাপের প্রতিদান দেয়া ব্যতিরেকে। তাই, আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে তাদেরকে সৃষ্টি করার গূঢ় রহস্য উল্লেখ করেছেন। এরপর তাদেরকে পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ করেছেন: আর পুনরুত্থান হচ্ছে ভালো লোকের ভাল কাজের ও মন্দ লোকের মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া। সূরা ইউনুসের সূচনাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ প্রতিফল প্রদানের

জন্য। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি। কারণ তারা কুফরী করত।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ০৪] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা
কিছু আছে তা আল্লাহর। যাতে তিনি তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন যারা সৎকাজ করে।" [সূরা নাজম, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের এমন ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছেন যে, তাকে অহেতুক ছেড়ে দেয়া হয়েছে; তাকে কোন আদেশ বা নিষেধ করা হয়নি। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ধাপে ধাপে স্থানান্তরিত করে তাকে অস্তিত্বে এনেছেন; যাতে মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করতে পারেন অর্থাৎ তার কর্মের প্রতিদান দিতে পারেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি বীর্যের স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? তারপর সে 'আলাকায়' পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা থে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সে স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?" ।৬।

৯.সাহায্য প্রাপ্তির উপায় সবর

পৃথিবীতে মানুষ যে সকল অবস্থার মুখোমুখি হয়, সেই সকল অবস্থায় দুই প্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ, হয় সেগুলি তাহার চাহিদা ও স্বার্থের অনুকুল হবে, না হয় প্রতিকূল। অনুকূল বা প্রতিকূল উভয় ক্ষেত্রেই সবর করতে হবে। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

(۶) كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى

(۷) ان راه استغنى

অর্থাৎ- মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা আ'লাক ৬-৭ আয়াত)

জনৈক বুজুর্গ বলেন, বিপদাপদের সময় ঈমানদার সবর করে। কিন্তু- নিরাপদ অবস্থায় সবর করা কেবল সিদ্দীকের কাজ। হযরত সহল তন্তরী (রহঃ) বলেন, বিপদের তুলনায় নিরাপদ

অবস্থায় সবর করা অধিক কঠিন। ছাহাবায়ে কেরামের নিকট সম্পদের আগমন ঘটলে তারা বলতেন, দারিদ্র্য ও বিপদের সময় যখন আমাদের পরীক্ষা নেয়া হয়, তখন আমরা সবর করলাম। কিন্তু আমরা যখন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার ফেৎনার শিকার হলাম, তখন আমরা সবর করিতে পারলাম না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির ফেৎনা সম্পর্কে সতর্ক করে এরশাদ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُون

অর্থাৎ- মোমেনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল না করে (সূরা মুনাফিকুন ৯ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

অর্থাৎ- তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।
অর্থাৎ- "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ"। এই আয়াত পাঠের পর তিনি বললেন, আমি আমার সন্তানকে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হতে দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না এবং তাকে তুলে নিলাম। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এর ফলাফল চিন্তা করুন।
মোটকথা, স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার সময় সবর করা ইহা অনেক বড় কাজ। এই সময় সবর করার অর্থ হলো, তার প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হওয়া এবং এমন মনে করা যে, এটি আমার নিকট ক্ষণস্থায়ী আমানত যা খুব শীঘ্রই আমার নিকট হতে পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং বিষয়-সম্পদের উপর তুষ্ট হয়ে ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থাকা কোনক্রমেই উচিৎ না। বরং আল্লাহর দেওয়া এই সম্পদ ও নেয়ামত দ্বারা আল্লাহর হক আদায় করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা, অপর কাউকেও দৈহিকভাবে সাহায্য করা এবং মুখে সত্য কথা বলা ইত্যাদি।

১০.সবর মুমিনের অন্যতম গুণ

পরীক্ষা ঈমানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পরীক্ষায় মুমিন উত্তীর্ণ হয় সবর ও শোকরের দ্বারা। যত রব্বানি আলিম আবেদগণ ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন, তাদের সবার প্রধান আমল ছিল সবর ও শোকর। সবর ও শোকর হচ্ছ লিফটের মতো, যে লিফটে দাঁড়িয়ে বান্দা দাসত্বের চূড়ায় পৌঁছে যায়।

কিন্তু বর্তমানে এই দুটো আমল যেন একদম অপরিচিত হয়ে গেছে! মানুষ এখন সবর বলতে কেবল বোঝে বিপদের সময় ধৈর্য ধরা, এবং শোকর বলতে বোঝে প্রিয় কিছু পেলে 'আলহামদুলিল্লাহ্' উচ্চারণ করা!

ফলশ্রুতিতে সবরের অভাবে ব্যক্তি হারাচ্ছে ঈমানী শক্তি, শোকরের অভাবে হারাচ্ছে প্রাপ্ত নিয়ামতরাজি। অথচ সবর ও শোকর মুমিনের প্রধান ঢাল হবার কথা ছিল! এদুটোই তার মোটিভেশনের মূল উৎস হবার কথা ছিল। এখন মুসলিম ঘরের সন্তানরা দ্বারস্থ হচ্ছে কাফের মুশরিকদের মোটিভেশনাল লেকচারের দিকে; তাদের রচিত গ্রন্থ থেকে শিখছে, কীভাবে জীবনের সকল নেতিবাচক মুহূর্তে নিজেকে সজীব রাখা যায়। সবর ও শোকরের সবক নিচ্ছে তাদের থেকে!

অন্যদিকে একজন মুমিন ব্যক্তির প্রধান ডাল হচ্ছে সবর শোকর। মুমিন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে সবর একটি ।

১১.সবরকারি ব্যক্তির সফলতা নিশ্চিন্ত

সবর বা ধৈর্য এমন এক মহৎ গুণ যা

মানবিক মূল্যবোধ উন্নত করে, সফলতার পথ সুগম করে, সম্প্রীতির ছায়া বিস্তৃত করে, সর্বোপরি শান্তিময় সমাজ গঠনে নিয়ামক হিসেবে প্রতিফলিত হয়। অপরদিকে ধৈর্যচ্যুতির ফলে সামান্য ইস্যুতেও বড় দূর্ঘটনা ঘটে যায়, অশান্তি সৃষ্টি হয়, মানবতা লংঘিত হয়, সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। যা ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। তাই মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শান্ত, স্থির ও ধৈর্যশীল হওয়া।

ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে রাসুলে কারীম স. বীর হিসেবে ঘোষণা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা র. বর্ণনা করেন, রাসুলে কারীম স. ইরশাদ করেন, "ওই ব্যক্তি বীর নয়, যে তার প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে পারে; বরং (প্রকৃত) বীর ওই ব্যক্তি যে রাগের সময় (ধৈর্যধারণপূর্বক) নিজেকে সংবরণ করতে পারে।"-(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)। মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবন বিধান ইসলাম সে নৈতিক গুণের আলোয় মানবাত্মাকে আলোকিত করার তাকিদ দিয়েছে। সবরকারী তথা ধৈর্যশীল ব্যক্তি সব মহলে প্রশংসিত হন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও ধৈর্যশীল ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আমি তো তাঁকে (আইয়ুব আ.) সবারকারী হিসেবে পেয়েছি। কতই উত্তম বান্দাহ সে! নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী।" -(সূরা- সোয়াদ, আয়াত-৪৪)। হযরত লুকমান আ. নিজের আদরের সন্তানের উদ্দেশ্যে যে নসীহত করেছিলেন, তা আল্লাহ তা'আলার এত বেশি পছন্দনীয় হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ওইসব নসীহত কুরআনুল কারীমের আয়াত হিসেবে নাযিল করেছেন। তৎমধ্যে অন্যতম নসীহত হলো সবর করা। যথা- "হে বৎস নামায কায়েম করো , সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ করো এবং

মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।"-(সূরা লুকমান, আয়াত-১৭)।

ধৈর্য মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করে। তাই যে কোন কাজে সফলতা অর্জনে ধৈর্যধারণের বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"-(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-২০০)। যারা নিজেরা সবর করে এবং অন্যকে সবরের উপদেশ দেয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, " মহাকালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়; যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে এবং যারা পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের এবং তাকিদ করে সবরের।"-(সূরা- আসর)।

১২.সবর বা ধৈর্য ধারণে প্রতিবন্ধক সমূহ

সবর বা ধৈর্য পালনের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মানুষকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তা নিম্নরূপ:

তাড়াহুড়া করা বা ত্বরা প্রবণতাঃ এটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সে দ্রুত কোনো কিছু পেতে চায়। এবং সময়ের পূর্বেই সে আশা করে। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ

অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। (সূরা আম্বিয়া: ৩৭)

এখানে শব্দটি ব্যবহারিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের পক্ষে সহিষ্ণু ও শান্ত হওয়াটা কঠিন। যেমনি ভাবে কুরআনে এসেছে-

و يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

অর্থাৎ, আর মানুষ অকল্যাণের দু'আ করে, যেমন তার দু'আ হয় কল্যাণের জন্য। আর মানুষ তো তাড়াহুড়াপ্রবণ। (সূরা বনি ইসরাঈল ১১)

এজন্য আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাড়াহুড়া না করে ধৈর্যধারণ করার জন্য। যেমন বলা হচ্ছে-

فَاصۡبِرۡ کَمَا صَبَرَ اُولُوا الۡعَزۡمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسۡتَعۡجِلۡ لَّهُمۡ ؕ کَاَنَّهُمۡ یَوۡمَ یَرَوۡنَ مَا یُوۡعَدُوۡنَ ۙ لَمۡ یَلۡبَثُوۡۤا اِلَّا سَاعَۃً مِّنۡ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلۡ یُهۡلَکُ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কওমকেই ধ্বংস করা হবে। (সূরা আহকাফ: ৩৫)

আর তাড়াহুড়া করাটা মুমিনদের গুণাবলি নয়। কেননা তাড়াহুড়াটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। যেমনিভাবে তাড়াহুড়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে কিয়াম বলেন-
তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর সে এর মাধ্যমে বান্দাদের মধ্যে চঞ্চলতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

রাগান্বিত হওয়া:সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাগান্বিত হওয়া বা রুক্ষ স্বভাবের হওয়া। প্রতিশোধপরায়ণ স্বভাবের হয়ে থাকা। বিশেষ ক যারা আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয় তাদেরকে অবশ্যই এগুলোকে পরিহার কর হবে। তারা হবে শান্ত ও নম্র স্বভাবের। যেমনিভাবে কুরআন বলছে-
َوالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبير الألم والفواحش وإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُون

অর্থাৎ, আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সূরা শুরা: ৩৭)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে

-
الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ فِی السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الۡکٰظِمِیۡنَ الۡغَیۡظَ وَ الۡعَافِیۡنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ

অর্থাৎ, যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

ক্রোধ বা রাগান্বিত হওয়া এটা ধৈর্যের পরিপন্থী/বিপরীত একটি কাজ। তাই ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই ক্রোধ/রাগান্বিত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন- হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রকৃত বীর সে নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং আসল বীর হলো সে যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম) (বুখারী: ৬১১৪)

হতাশ বা নিরাশ হওয়াঃ হতাশ বা নিরাশ হওয়া সবরের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা হতাশার দ্বারা আশা-আকাঙক্ষা নিভে যায়। বান্দা আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরে যায় এবং অলসতা তাকে ঘিরে ধরে। যার ফলে সে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে হতাশ ও দুঃখিত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমন বলা হচ্ছে-

وَ لَا تَهِنُوۡا وَ لَا تَحۡزَنُوۡا وَ اَنۡتُمُ الۡاَعۡلَوۡنَ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ

অর্থাৎ, আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মুমিন হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

অন্য আয়াতে ইয়াকুব (আ.) তার সন্তানদের বলেছেন-

یٰبَنِیَّ اذۡهَبُوۡا فَتَحَسَّسُوۡا مِنۡ یُّوۡسُفَ وَ اَخِیۡهِ وَ لَا تَایۡـَٔسُوۡا مِنۡ رَّوۡحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا یَایۡـَٔسُ مِنۡ رَّوۡحِ اللّٰهِ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡکٰفِرُوۡنَ

অর্থাৎ, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না'। (সূরা ইউসুফ: ৮৭)

তাই ধৈর্যশীলদের উচিত হচ্ছে হতাশ না হওয়া। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পথ চলা ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

সংকীর্ণতা ও বিষণ্ণতা :সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা ধৈর্যধারণে বাধা প্রদান করে থাকে। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে বলেছেন-

وَ اصۡبِرۡ وَ مَا صَبۡرُکَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَ لَا تَحۡزَنۡ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا تَکُ فِیۡ ضَیۡقٍ مِّمَّا یَمۡکُرُوۡنَ

অর্থাৎ, আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (সূরা নাহল: **১২৭/১৯**

১৩.নবী-রাসূলগণের ধৈর্যের পরীক্ষা

মানবজীবনে সুখ ও দুঃখ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোরআনের ভাষ্যমতে মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এমনকি যুগে যুগে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনকারী নবী-রাসুলরাও কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তারা ধৈর্যের সুউচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।পবিত্র কোরআনে ধৈর্যধারণকারীর জন্য সুসংবাদ এসেছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘আমি তোমাদের সামান্য ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, প্রাণ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করব, আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যারা বিপদে আক্রান্ত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই ফিরব।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : **১৫৫-১৫৬**)

ধৈর্য নবীদের বৈশিষ্ট্য

সব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকা নবী-রাসুল ও মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

কোরআনে নবী-রাসুলদের ধৈর্যের পরীক্ষা

মানবজীবনে সুখ ও দুঃখ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোরআনের ভাষ্যমতে মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এমনকি যুগে যুগে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনকারী নবী-রাসুলরাও কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তারা ধৈর্যের সুউচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

পবিত্র কোরআনে ধৈর্যধারণকারীর জন্য সুসংবাদ এসেছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘আমি তোমাদের সামান্য ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, প্রাণ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করব, আপনি

ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যারা বিপদে আক্রান্ত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই ফিরব।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৬)

ধৈর্য নবীদের বৈশিষ্ট্য

সব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকা নবী-রাসুল ও মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), মানুষের মধ্যে কে সব চেয়ে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়? তিনি বলেন, প্রথমত নবীরা, অতঃপর যারা তাদের মতো। অতঃপর মানুষকে তার দ্বিনদার অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। কেউ শক্তভাবে দ্বিন অনুসরণ করলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়ে থাকে। কেউ দ্বিনদারিতে শিথিল হলে তার পরীক্ষাও তেমন হয়।

অতঃপর বান্দা একের পর এক বিপদে আক্রান্ত হতে থাকে। একপর্যায়ে সে পুরোপুরি গুনাহমুক্ত হয়ে ভূমিতে চলাফেরা করে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৮)

নবীদের ধৈর্যের পরীক্ষা

নিম্নে কঠিন সময়ে কয়েকজন নবী ও রাসুলের ধৈর্যের পরীক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান : প্রায় হাজার বছর ধরে নুহ (আ.) মানুষকে আল্লাহর নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। কিন্তু খুবই সামান্যসংখ্যক মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দেয়।

তবু তিনি নিজ সম্প্রদায়ের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও নির্যাতনের মধ্যে আল্লাহর পথের আহ্বান অব্যাহত রাখেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি তো নুহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তাদের মধ্যে ৫০ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেন, অতঃপর তাদের প্লাবন গ্রাস করে। কেননা তারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। অতঃপর আমি তাকে ও যার নৌকাবাসীকে রক্ষা করেছি এবং বিশ্ববাসীর জন্য তাকে নিদর্শন করেছি।' (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ১৪-১৫)

২. ধৈর্যশীলদের প্রতীক যিনি : আইয়ুব (আ.) নবী ও রাসুলদের মধ্যে ধৈর্যশীল হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত। পবিত্র কোরআনে তাঁর এ গুণের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ দীর্ঘ ১৮ বছর শারীরিক ও আর্থিক নানা সমস্যায় ভুগেও মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবকে, তিনি তাঁর

রবকে ডেকে বলেন, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আপনি পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করুন, এতে গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয় রয়েছে। আমার অনুগ্রহে আমি তাকে তার পরিবার দান করেছি এবং তাদের মতো আরো, তা বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আপনি এক মুষ্ঠি তৃণ নিয়ে আঘাত করুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না, আমি তাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পেয়েছি, কতই না উত্তম ছিলেন তিনি, তিনি ছিলেন আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা সাদ, আয়াত : ৪১-৪৪)

৩. যিনি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু : শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারে অবিচল ছিলেন। নিজ পরিবার থেকে শুরু করে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি তাওহিদের কথা বলে যান। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। এত কিছুর পরও তিনি স্থির ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাবান ছিলেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশে সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে যায়। জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি হাজেরা (আ.) ও পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে মক্কার জনশূন্য প্রান্তরে রেখে আসেন। এমনকি তার প্রিয় পুত্রকে কোরবানি করতে বলা হয়। এসব পরীক্ষায় তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন এবং খাঁটি বন্ধুর স্বীকৃতি লাভ করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'দ্বিনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে আর কে উত্তম যে সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণ করে, আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১২৫)

৪. দীর্ঘ অপেক্ষার পর সন্তানের সন্ধান : ইয়াকুব (আ.) প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তখন তিনি ধৈর্যকে নিজের একমাত্র সম্বল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রাখেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে আনে, তিনি (ইয়াকুব আ.) বলেছিলেন, না, তোমরা এই ঘটনা সাজিয়েছ, অতএব পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম, তোমরা যা বলছ এই ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১৮)

অতঃপর ইয়াকুব (আ.) দ্বিতীয় সন্তানকে হারান। তিনি নিজের সব দুঃখ-ব্যাথাকে আল্লাহর কাছে অর্পণ করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি বললেন, আফসোস ইউসুফের জন্য, শোকে তার দুই চোখ সাদা হয়ে পড়ে, তিনি খুবই কষ্টে ছিলেন।...তিনি বলেন, আমি আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহর কাছে আবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তুমি জানো না। হে আমার সন্তানরা, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে অনুসন্ধান কোরো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে

নিরাশ হইয়ো না। কেননা অবিশ্বাসী ছাড়া কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় না।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৬-৮৭)

৫. মাছের উদোরে আল্লাহকে স্মরণ : ইউনুস (আ.) দীর্ঘ সময় মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের কথা বলেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ তার মানেনি। নিরাশ হয়ে তিনি তাদের ছেড়ে চলে যান। অতঃপর নানা ঘটনার পর তাঁর আশ্রয় হয় একটি মাছ উদরে। সেখানে তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত অতবাহিত করেন। এ সময় তিনি শুধু আল্লাহর কাছে অনুনয় করে দোয়া করতেন। ইরশাদ হয়েছে, ইউনুস ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করুন, তিনি পালিয়ে একটি ভর্তি নৌকায় যান। অতঃপর লটারিতে অংশ পরাজিত হন। তাকে একটি বড় মাছ গিলে ফেলে তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর তাসবিহ না পড়লে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের উদরে থাকতেন।' (সুরা সাফফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৪)

তাই পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.)-কে তার কথা উল্লেখ করে তার মতো ধৈর্যহারা হতে বারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'অতএব আপনি আপনার রবের নির্দেশে ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি মাছাওয়ালার মতো হবেন না, যখন তিনি দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিলেন। তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছলে তিনি লাঞ্ছিত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন।' (সুরা কলম, আয়াত : ৪৮)

মহান আল্লাহ সবাইকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করুন।

১৪.বে সবর না হতে সহায়ক উপাদানসমূহ:

আল্লাহ তাআলা যখন সবর করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তা অবলম্বন করার উপায়-উপকরণও বলে দিয়েছেন, যেগুলো বান্দাকে সবর করতে সাহায্য করবে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে আত্মস্থ করাবে যে, প্রতিটি মুসিবত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে এবং এটি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদির। আল্লাহ তাআলা এটি না তাকে ধ্বংস করার জন্য দিয়েছেন, আর না শাস্তি দানের জন্য। বরং তা দিয়েছেন বান্দার সবর, রিজা, আল্লাহর কাছে তার অভিযোগ করা এবং অনুনয়-বিনয় করে দুআ করা প্রভৃতি বিষয়গুলো পরীক্ষা করার জন্য। যদি এ সকল বিষয় তাকে দেওয়া হয়, তখনই তার জন্য আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত প্রতিদান নিশ্চিত। আর যদি সে এসব থেকে বঞ্চিত হয়, তবে এটা তার জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি।তাই সবরের উপাদান সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

১৫.বে সবর আদবের খেলাফ:

সবরের একটি আদব হলো, বিপদের শুরুলগ্নেই সবর করা এবং দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার সাথে সাথেই ধৈর্যধারণ করা। রাসুল বলেন:

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

'সবর মুসিবতের প্রাথমিক অবস্থাতেই অবলম্বন করতে হয়।'

আরেকটি আদব হলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অসংযত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা, তবে ক্রন্দন করা বৈধ।

জনৈক দার্শনিক বলেন, 'ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে আনে না, তবে শত্রুকে আনন্দিত করে।'

নিঃশব্দে কোনো নিষিদ্ধ বাক্যব্যয় ব্যতীত ক্রন্দন করা এবং চিন্তা করা সবর ও রিজার পরিপন্থী নয়।

আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব-এর ঘটনা বর্ণনায় বলেন:

ٌوَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيم

'আর তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল শোকাবেগবশত, যদিও তিনি সংবরণকারী ছিলেন। (সুরা ইউসুফ :৮৪)

কাতাদাহ বলেন, তিনি পেরেশানির ব্যাপারে সংবরণকারী ছিলেন। ফলে ভালো বৈ কোনো কথা তিনি বলেননি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ইয়াকুব বলেছেন:

ِإِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ(সহিহুল বুখারি: ১২৮৩)

এমনকি মুমিনের শরীরে বিদ্ধ হওয়া একটি কাঁটাতেও তার জন্য সাওয়াবের অংশ রয়েছে।

সহিহাইনে নবিজিও থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هُمْ ُوَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذى وَلا غَم حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاه

'মুসলিমের ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এই সবগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।'

তাই বিপদে সবর করার মাধ্যমে প্রতিদান অন্বেষণ করতে হয়। সুতরাং যখন সামান্য কষ্টও পাই তখন বলি, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' এবং আল্লাহ তাআলার হামদ পাঠ করি, যিনি আমাদের এই ফজিলত ও অনুগ্রহ (সামান্য বিপদেও বিনিময় দেওয়া) দান করলেন।

শুমাইত বিন আজলান বলতেন, 'সুস্থতা ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেণির লোকের মূল চরিত্রকে ঢেকে রাখে। যখন বিপদ আসে, তখন উভয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যায়। প্রকৃত মুমিনের নিকট যখন বিপদ এসে তার সম্পদ, সেবক ও বাহনের অনিষ্ট সাধন করে; ফলে সে পরিতৃপ্তির পর ক্ষুধার্ত হয়ে যায়, বাহনে চড়ার পর হেঁটে চলে এবং সেবা গ্রহণের পর নিজেই সেবক হয়ে যায়-তখন সে সবর করে এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে। আসলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এক প্রকার পরীক্ষা করেন। আর আমার কাছে কিয়ামতের দিনের হিসাবের চেয়ে এ পরীক্ষা অনেক সহজ। আর যখন পাপীর নিকট বিপদ এসে তার ধন-সম্পদ, সেবক ও বাহন বিনষ্ট করে, তখন সে অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পড়ে এবং বলে, "আমি ধৈর্য ধরার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।" এ জন্য বিপদে ধৈর্য ধরার ওপর অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। জীবনের মিষ্টতা, তিক্ততা; সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা-সবকিছু মেনে চলার ওপর নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে।(সহিহুল বুখারি: ৫৬

১৬.আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বে সবর

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীম এর সুরা আল আম্বিয়া ৩৫নং আয়াত এ বলেছেন,
َكُلُّ نَفۡسٍ ذَآئِقَۃُ الۡمَوۡتِ ؕ وَ نَبۡلُوۡکُمۡ بِالشَّرِّ وَ الۡخَیۡرِ فِتۡنَۃً ؕ وَ اِلَیۡنَا تُرۡجَعُوۡنَ
অর্থ: জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।
কখনো দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে, কখনো পার্থিব সুখ-শান্তি দিয়ে, কখনো সুস্বাস্থ্য ও প্রশস্ততা দিয়ে, কখনো অসুস্থতা ও সংকীর্ণতা দিয়ে, কখনো ধনবত্তা ও বিলাস-সামগ্রী দিয়ে, কখনো দরিদ্রতা ও অভাব দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি। যাতে কে কৃতজ্ঞ ও কে অকৃতজ্ঞ, কে ধৈর্যশীল ও কে অধৈর্য তা আমি পরীক্ষা করি। কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির এবং অকৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যহীনতা

আল্লাহর অসন্তুষ্টির বড় কারণ। প্রত্যেক মানুষের তার কর্মানুসারে ভাল-মন্দ প্রতিদান দেওয়া হবে। যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য উত্তম এবং যারা অসৎকর্মশীল তাদের জন্য মন্দ বিনিময় দেওয়া হবে। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

২৩. বে সবরের পরিনতি

ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। [আস যুমার: ১০]

ঈমান ও তাকওয়ার পথে কষ্ট অনিবার্য এবং প্রবৃত্তি ও আত্মার চাহিদাকেও কুরবানী করা অবধারিত। যার জন্য ধৈর্যের দরকার। এই জন্য ধৈর্যশীলদের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান এমন অপরিসীম ও অগণিত রূপে দেওয়া হবে যা কোন ওজন বা হিসাবের যন্ত্র দ্বারা ওজন বা হিসাব করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাদের পুরস্কার অপরিমিত হবে। কারণ যার হিসাব করা যায়, তার একটি সীমা থাকে আর যার কোন সীমা ও শেষ নেই,তা গণনা করা অসম্ভব। এটি ধৈর্যের এমন বৃহৎ মাহাত্ম্য যা অর্জন করার চেষ্টা প্রত্যেক মুসলিমকে করা উচিত। কারণ অধৈর্য হয়ে হা-হুতাশ, ক্ষোভ প্রকাশ বা কান্না-কাটি করে কষ্ট ও বিপদ দূর করা যায় না, যে কল্যাণ ও বাঞ্ছিত জিনিস লাভে বঞ্চনা আসে, তা অর্জন করা যায় না এবং যে অপছন্দনীয় অবস্থা এসে যায়, তা দূর করা সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের উচিত, সবর করে সেই বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, যা আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

বে সবর বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করে কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

وَ لَوۡ شِئۡنَا لَاٰتَیۡنَا کُلَّ نَفۡسٍ هُدٰىهَا وَ لٰکِنۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ مِنِّیۡ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ اَجۡمَعِیۡنَ

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সেজদা ১৩ আয়াত) উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। কেহ তাদেরকে হেদায়েত করতে চাইলে তাদের অবস্থা কি দাঁড়ায় লক্ষ্য কর-

فَاَعۡرِضۡ عَنۡ مَّنۡ تَوَلّٰی ۬ۙ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَ لَمۡ یُرِدۡ اِلَّا الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ﴿۲۹﴾

ذٰلِکَ مَبۡلَغُهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ ۙ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اهۡتَدٰی ﴿۳۰﴾

অর্থাৎ- অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার দিক হতে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের পরিধি এই পর্যন্তই। (সূরা নাজম ২৯-৩০ আয়াত)

১৭.বে সবর ব্যক্তি চেনার উপায়

আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন- রায্যাক (জীবিকাদাতা) এবং তিনিই উত্তম জীবিকাদানকারী। পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রত্যেকটি জীবের জীবিকা আল্লাহরই দায়িত্বে। কোন লোভাতুরের লোভ অথবা

হিংসুকের হিংসা কাউকে তার জীবিকা হতে বঞ্চিত করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের জীবিকার মধ্যে তারতম্য করেন। যেমনিভাবে মানুষের আকার-আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যেও তিনি ভিন্নতা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবিকার মধ্যে বিস্তৃতি দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকার সচ্ছলতা দেন, যাকে ইচ্ছা জীবিকা সংকুচিত করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞান ও লিপিকার ভিত্তিতে মানুষের জীবিকা বণ্টন করেন। তাঁর পূর্ব জ্ঞান ও লিপিকাতে রয়েছে বান্দাদের মধ্যে কে সচ্ছল জীবিকা পাবে, আর কে সংকুচিত জীবিকা পাবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রভূত হেকমত (গূঢ় রহস্য)। তাঁর সকল হেকমত অনুধাবন করা বান্দার সাধ্যে নেই। জীবিকায় সচ্ছলতা দান ও সংকোচনের একটি হেকমত হচ্ছে- নেয়ামত দিয়ে অথবা বিপদ-আপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করা। "আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[সূরা আম্বিয়া, ৩৫] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: "মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন এভাবে যে, তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন তখন সে বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন এভাবে যে, তার রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন সে বলে: আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।[সূরা ফজর, আয়াত: ১৫-১৬] এই বক্তব্যের পর আল্লাহ তাআলা বলেন: "এটা অমূলক"। অর্থাৎ মানুষ যা ধারনা করে প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ নয়। বরঞ্চ জীবিকার সচ্ছলতা ও সংকোচন বান্দার জন্য একটি পরীক্ষা; তাকে সম্মান দেয়া বা অপমান করা নয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শুকরগুজার ও ধৈর্যশীল বান্দা এবং অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য বান্দাদের চেনা যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

১৮.যে সকল ক্ষেত্রে সবর করা যাবে না

শরীয়তের হুকুম হিসাবে সবর কয়েক

প্রকার। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কতক সবর ফরজ, কতক মাকরূহ আবার কতক সবর হারাম। শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়ে সবর করা ফরজ। যেই সকল বিষয় শরীয়তে মাকরূহ সেই সকল বিষয়ে সবর করা নফল। অনুরূপভাবে যেই সকল পীড়ণ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেই সকল বিষয়ে সবর করা হারাম। যেমন কেউ অন্যায়ভাবে কারো হাত কেটে ফেললো, আর সে তার কোন প্রতিবাদ না করে নীরবে সবর করল কিংবা কাহরো বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলো আর এই ব্যক্তি তাতে কোন বাধা না দিয়ে নীরবে সবর করল। বলাবাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে সবর করা সম্পূর্ণ হারাম। এমনিভাবে যেই পীড়ন শরীয়তে হারাম না বটে কিন্তু মাকরূহ, এই ক্ষেত্রে সবর করাও মাকরূহ। মোটকথা, সবরের বিস্তারিত বিধি-বিধান জানা আবশ্যক। "সবর ঈমানের অর্ধেক" কেবল এই কথা জেনে এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে, সকল ক্ষেত্রেই সবর করা উত্তম। [১৮]

১৯.আমলের ক্ষেত্রে বেসবর হলে তা বাতিল হবেঃ

ইবাদতের উপর সবর করার সময় তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।

প্রথমতঃ ইবাদতের পূর্বে। অর্থাৎ ইবাদতের পূর্বেই নিয়তকে সহী করে এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার আপদ বিপদ হইতে সবর করতে হবে। যেই ব্যক্তি নিয়তের হাকীকত, এখলাস, রিয়া, নফসের প্রতারণা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে, সেই ব্যক্তি ভালভাবেই জানতে পেরেছে যে, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে সবর করা বড় কঠিন কাজ। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

"নিয়তের উপরই আমল নির্ভরশীল।"

কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

وَ مَآ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰہَ مُخۡلِصِیۡنَ لَہُ الدِّیۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَ یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ ؕ

অর্থাৎ- "তাদেরকে এ দ্বারা কোন নির্দেশ করা হয় নাই যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। (সূরা বাইয়্যেনাহ - ৫ আয়াত)

দ্বিতীয়তঃ ঠিক আমল করার সময় সবর করা। অর্থাৎ আমল করার সময় আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল না হওয়া এবং শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আমলের আদব ও বিধি-বিধান রক্ষা করে চলা। আর এই ক্ষেত্রে যেই সকল উপসর্গ আমলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাতে সবর করতে হবে।

তৃতীয়তঃ আমল শেষ হওয়ার পর সবর করা। অর্থাৎ আমল শেষে প্রশংসাপ্রাপ্তি, উহার প্রচার, রিয়া ইত্যাদির প্রত্যাশা না করা এবং নিজেকে বিস্ময়ের নজরে না দেখা। অর্থাৎ আমল শেষ হওয়ার পর যেই সকল বিষয় আমলকে বাতিল ও বিনষ্ট করিয়া দেয়, উহার উপর সবর করতে হবে। অন্যথায় আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং উহা দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হওয়া যাবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ لَا تُبۡطِلُوۡۤا اَعۡمَالَکُمۡ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ ৩৩ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

قَوۡلٌ مَّعۡرُوۡفٌ وَّ مَغۡفِرَۃٌ خَیۡرٌ مِّنۡ صَدَقَۃٍ یَّتۡبَعُہَاۤ اَذًی ؕ وَ اللّٰہُ غَنِیٌّ حَلِیۡمٌ

অর্থাৎ- যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহিষ্ণু। (সূরা বাক্বারাহ ২৬৩ আয়াত)

সুতরাং যেই ব্যক্তি দান করার পর খোটা দেওয়া এবং অপরকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সবর না করবে, তাহার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। [১৮]

২০.বে সবর সম্পর্কিত হাদিস

রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া সে সময় পর্যন্ত শেষ হবে না যে পর্যন্ত না কোন লোক কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় উক্ত কবরের উপরে গড়াগড়ি দিতে থাকবে এবং আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপের সাথে বলবে, হায়রে, কতই না ভালো হত, এ কবরবাসীর স্থানে যদি আমিই এ কবরের অধিবাসী হতাম? তার এ আকাঙ্ক্ষা দীনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশার্থে হবে না; বরং দুনিয়ার বিপদ ও মুসীবতের তাড়নায় অধৈর্য হয়ে প্রকাশ করবে।[১২]
আবূ উমামা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা বলবেন: হে বনি আদম, যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর ও প্রথম দুঃখের সময় অধৈর্য না হয়ে তাতে সওয়াবের আশা কর, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন প্রতিদানে সন্তুষ্ট হব না"। [ইবনু মাজাহ] হাদিসটি হাসান।

২১.মৃতব্যাক্তির জন্য ক্রন্দনে বে সবর সম্পর্কিত হাদিস

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করে কাঁদলেন এবং তাঁর পাশে যারা ছিল তাদেরকেও কাঁদালেন। এরপর বললেন: আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি চেয়েছি মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার; কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। তখন আমি তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি। তিনি আমাকে সে অনুমতি দিয়েছেন।" [সহিহ মুসলিম (৯৭৬)]
যদি কান্নার সাথে গালে চপেটাঘাত করা, জামাকাপড় ছেড়া ও আল্লাহ্‌র তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টি যুক্ত হয়; তাহলে সেটি নাজায়েয। যেহেতু আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি গালে চপেটাঘাত করে, জামাকাপড় ছিড়ে এবং জাহেলী যামানার আর্তনাদ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[সহিহ বুখারী (১২৯৪)]
নববী (রহঃ) বলেন:
"মর্সিয়া-ক্রন্দন, বিলাপ করা, গালে চড় মারা, জামাকাপড় ছিড়ে ফেলা, চেহারাতে খামচি মারা, চুল ছেড়া ও হায়হুতাশ করে আর্তনাদ করা; এই সবকিছু মাযহাবের আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। জমহুর আলেম স্পষ্টভাবে হারাম বলেছেন। একদল আলেম হারাম হওয়ার মর্মে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।" [শারহুল মুহায্যাব (৫/২৮১) থেকে সমাপ্ত]
ইবনে আব্দুল বার্‌র বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: فإذا وجب فلا تبكين باكية (যদি অবধারিত হয়ে যায়; তাহলে ক্রন্দনকারিনী হবে না) । এখানে অবধারিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু। অর্থ হচ্ছে: (আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ) মৃত্যুর পর চিৎকার ও বিলাপের কোন কিছু জায়েয নয়। তবে অশ্রু-বিজর্সন ও অন্তর ভারাক্রান্ত হওয়া বৈধ হওয়ার পক্ষে সাব্যস্ত হাদিস রয়েছে এবং একদল আলেম এর পক্ষে রয়েছেন।”[আল-ইসতিযকার (৩/৬৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন, “মুসলমানদের উপর আবশ্যকীয় এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াব প্রাপ্তির নিয়ত করা; বিলাপ না করা, জামাকাপড় না ছেড়া, গালে চপেটাঘাত না করা ইত্যাদি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি গালে চপেটাঘাত করে, জামাকাপড় ছিড়ে এবং জাহেলী যামানার আর্তনাদ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” যেহেতু তিনি সহীহ হাদিসে আরও বলেছেন: “আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যামানার চারটি বিষয় রয়েছে; যেগুলো তারা ত্যাগ করবে না: আত্মগুণ নিয়ে অহংকার করা, বংশের উপর কালিমালেপন করা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতের জন্য বিলাপ করা।

যেহেতু তিনি আরও বলেছেন: “যদি বিলাপকারিনী নারী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তাহলে তাকে এমন অবস্থায় তোলা হবে যে, তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা এবং অভ্যন্তরীণ জামা হবে (তথা চামড়া হবে) খোসপাঁচড়ার।” [সহিহ মুসলিম]

’উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيَحَ عَلَيْه.

“মৃত ব্যক্তিকে তার উপর কারোর বিলাপের কারণে তার কবরেই তাকে শাস্তি দেয়া হবে”। (বুখারী ১২৯২) [১৫]

২২.মুসীবত নাযিল হলে যে ব্যাক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার হুকুম

বালা-মুসীবত নাযিল হওয়ার সময় মানুষ চার স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা:

প্রথম স্তর: অসন্তুষ প্রকাশ করা। এটি আবার কয়েক প্রকার।

১ম প্রকার: আল্লাহ যে বিষয় নির্ধারণ করেছেন, তার কারণে অন্তর দিয়ে আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা হারাম। কারণ, এধরণের অসন্তুষ্টি কখনো কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ﴾ [الحج: ١١]

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদাতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ।" [সূরা আল-হজ, আয়াত: ১১]

২য় প্রকার: কখনো অসন্তুষ্টি কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, হতাশা প্রকাশ করা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দো'আ করা। এটাও হারাম।

তৃতীয় প্রকার: কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, গাল চাপড়ানো, জামা-কাপড় ছেড়া, মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি সবই হারাম এবং ধৈর্য্য ধারণের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় স্তর: বিপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করা। যেমন, কোনো আরবী কবি বলেছেন 'বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা খুবই কঠিন, কিন্তু এর শেষ পরিণাম খুবই সুমধুর।' কেননা এ সবর করাটা তার নিকট খুবই কঠিন তবুও সে সবর করে। বিপদগ্রস্ত হওয়াটা যেমন অপছন্দ করে তেমনি তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাটাও তার নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু তার ঈমান তাকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে বিরত রাখে। মোটকথা সে বিপদে আপতিত হওয়া এবং না হওয়াকে এক মনে করে না। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [الانفال: ٤٦]

"তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬]

তৃতীয় স্তর: বিপদ আসার পর সন্তুষ্ট থাকা এবং মুসীবত আসা ও না আসা উভয়কেই সমান মনে করা। তাই বিপদ আসলেও তার কাছে বিপদ সহ্য করা বেশি কঠিন মনে হয় না। গ্রহণযোগ্যমতে এ ধরণের ছবর মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। এটা এবং পূর্ববর্তী স্তরের মাঝে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। বিপদ হওয়া এবং না হওয়া সমান মনে হওয়া সন্তুষ্ট থাকার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এ প্রকারের এবং পূর্বের প্রকারের মাঝে পার্থক্য এ যে, পূর্বের প্রকারে বিপদে আপতিত ব্যক্তি বিপদকে কঠিন মনে এবং ধৈর্য্য ধারণ করে।

চতুর্থ স্তর: শুকরিয়া আদায় করা। এটা সর্বোচ্চ স্তর। তা এই যে, বিপদের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা। কারণ, সে ভালো করেই জানে যে, এ সমস্ত বিপদাপদ গুনাহ মোচন এবং ছাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

"কোনো মুসলিম বিপদাপদে পতিত হলে বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মোচন করেন। এমন কি শরীরে একটি কাঁটা বিধলেও তার বিনিময়ে গুনাহ মাফ করা হয়"। [৩]

২৩.অসুস্থতার দিনে সবরের পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি জীবন এবং মৃত্যু দান করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। ভালো জিনিস দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেন, আবার দুঃখ-কষ্ট দিয়েও তিনি পরীক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, 'জীবমাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মন্দ ও ভালোতে লিপ্ত করি এবং তোমাদের সবাইকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫)

অসুস্থতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বান্দার ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি বান্দার বিশ্বাস কতটুকু, তা পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ চান বান্দা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে যাক। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দার অকল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান হতে বিরত থাকেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেন। তিনি আরো বলেন, বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৬)[৯]

২৪. মসিবতের চেয়ে নেয়ামতের পরীক্ষা বেশি কঠিন

স্বাভাবিকভাবে আমরা দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক, অভাব-অনটন ইত্যাদিকেই কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করি। কিন্তু বাস্তবতা হল, দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক ইত্যাদি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রীতিকর অবস্থা যেমন পরীক্ষা তেমনি সুখ-শান্তি, সম্পদ-প্রাচুর্য, আরাম-আয়েশ, স্বস্তি-সুস্থতা ইত্যাদি কাঙ্ক্ষিত ও প্রীতিকর অবস্থাও পরীক্ষার বিষয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এবিষয়ে আমাদের সচেতন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً .

আর আমি মন্দ ও ভালো দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করি। -সূরা আম্বিয়া (২১):৩২

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রাহ. বলেন, অর্থাৎ তোমরা যেসব বিষয় পছন্দ কর (যেমন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি-সুস্থতা, ধন-ঐশ্বর্য ইত্যাদি) এবং যা কিছু অপছন্দ কর (যেমন দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, রোগ-শোক ইত্যাদি) সবই পরীক্ষা। উদ্দেশ্য- যাচাই করা যে, তোমরা পছন্দ ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের শোকর কর কি না এবং অপছন্দ ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় সবর কর কি না। -তাফসীরে তবারী ১৪/৪৪০

ইবনে কাসীর রাহ. বলেন, অর্থাৎ আমি কখনো তোমাদের উপর বিপদ-আপদ নাযিল করি এবং কখনো নিআমতরাজি দান করি। উদ্দেশ্য হল পরীক্ষা করা যে, নিআমত পেয়ে কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, আর কে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। এবং দুঃখ-কষ্টে কে সবর করে, আর কে নিরাশ হয়ে যায়। -তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৩৪২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّیِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ.

তাদের মধ্যে কতক ছিল সৎকর্মশীল এবং কতক অন্য রকম। আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা (সঠিক পথের দিকে) ফিরে আসে। -সূরা আরাফ : ১৬৮

কারো জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে ঘেরা, কেউবা দুঃখ-দুর্দশায় ন্যুব্জ; কিন্তু পরীক্ষার ভেতর আছে সকলেই এবং সব অবস্থা-ই পরীক্ষার অবস্থা। রোগ-শোক, দৈন্য-দুর্দশা যে পরীক্ষা, মানুষ সাধারণত তা বোঝে। তাই এসব হালতে মানুষ সবর করার চেষ্টা করে। একে-অপরকে সবরের নসীহত করে। মানুষের দিল-মন তখন কিছুটা হলেও আল্লাহর দিকে রুজু হয়। এমনকি কাফের-মুশরিকরাও বড় বড় মসিবতের সময় আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে।

আল্লামা মাজদুদ্দীন ফায়রুযাবাদী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের কখনো পরীক্ষা করেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা, যাতে তারা শোকর করে। কখনো পরীক্ষা করেন দুঃখ-দৈন্য দিয়ে, যাতে তারা সবর করে। অতএব নিআমত ও মসিবত উভয়টাই পরীক্ষা। মসিবত আসলে সবর করতে হবে, আর নিআমত পেলে শোকর করতে হবে। তবে নিআমতের হক আদায় করে শোকর করার চেয়ে মসিবতে সবর করা সহজ। সুতরাং মসিবতের পরীক্ষার তুলনায় সুখ-শান্তির পরীক্ষা কঠিন। এজন্যেই তো হযরত উমর রা. বলেছেন-

بُلِيْنَا بِالضَّرّاءِ فَصَبَرْنَا، وَبُلِيْنَا بِالسّراءِ فَلَمْ نَصْبِر.

আমাদের উপর বিপদের পরীক্ষা এসেছিল। তখন আমরা সবর করেছি। কিন্তু যখন আমাদের উপর সুখের পরীক্ষা এল তখন আমরা ছবর শোকর করতে পারিনি।[৮]

২৫.বে সবর কবিরা গুনাহ

কারোর উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে তাতে অধৈর্য হয়ে বিলাপ করা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামা কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুন্ডন করা বা নিজের সমূহ ধ্বংস কিংবা যে কোন অকল্যাণ কামনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

اثْنَتَانِ فِيْ النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ، الطَّعْنُ فِيْ النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّت.

''মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে কোন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা''। (মুসলিম ৬৭)
আবূ মালিক আশ্'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

''বিলাপকারিণী মহিলা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে জ্বালানি তেল বা আলকাতরার পোশাক পরিয়ে এবং চর্ম রোগ বা খোস-পাঁচড়ার জামা গায়ে জড়িয়ে''। (মুসলিম ৯৩৪) [১৫]

২৬. বে সবরের পরিনতি

ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। [আস যুমার: ১০]
ঈমান ও তাকওয়ার পথে কষ্ট অনিবার্য এবং প্রবৃত্তি ও আত্মার চাহিদাকেও কুরবানী করা অবধারিত। যার জন্য ধৈর্যের দরকার। এই জন্য ধৈর্যশীলদের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান এমন অপরিসীম ও অগণিত রূপে দেওয়া হবে যা কোন ওজন বা হিসাবের যন্ত্র দ্বারা ওজন বা হিসাব করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাদের পুরস্কার অপরিমিত হবে। কারণ যার হিসাব করা যায়, তার একটি সীমা থাকে আর যার কোন সীমা ও শেষ নেই,তা গণনা করা অসম্ভব। এটি ধৈর্যের এমন বৃহৎ মাহাত্ম্য যা অর্জন করার চেষ্টা প্রত্যেক মুসলিমকে করা উচিত। কারণ অধৈর্য হয়ে হা-হুতাশ, ক্ষোভ প্রকাশ বা কান্না-কাটি করে কষ্ট ও বিপদ দূর করা যায় না, যে কল্যাণ ও বাঞ্ছিত জিনিস লাভে বঞ্চনা আসে, তা অর্জন করা যায় না এবং যে অপছন্দনীয় অবস্থা এসে যায়, তা দূর করা সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের উচিত, সবর করে সেই বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, যা আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]
বে সবর বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করে কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

وَ لَوۡ شِئۡنَا لَاٰتَیۡنَا کُلَّ نَفۡسٍ هُدٰىهَا وَ لٰکِنۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ مِنِّیۡ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ اَجۡمَعِیۡنَ

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সেজদা ১৩ আয়াত)
উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। কেহ তাদেরকে হেদায়েত করতে চাইলে তাদের অবস্থা কি দাঁড়ায় লক্ষ্য কর-

فَاَعۡرِضۡ عَنۡ مَّنۡ تَوَلّٰی ۬ۙ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَ لَمۡ یُرِدۡ اِلَّا الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ﴿۲۹﴾
ذٰلِکَ مَبۡلَغُهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ ۙ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اهۡتَدٰی ﴿۳۰﴾

অর্থাৎ- অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার দিক হতে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের পরিধি এই পর্যন্তই। (সূরা নাজম ২৯-৩০ আয়াত)

বর্ণিত অবস্থার পরিচয় হলো, মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করতঃ পার্থিব কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গর্বিত থাকা। ইহা নির্বুদ্ধিতার চরম স্তর। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

সেই ব্যক্তি জ্ঞানী, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার জন্য আমল করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ যে নিজের ইচ্ছার অনুকরণ করে এবং আল্লাহর নিকট বাসনা করে। অর্থাৎ- এই শ্রেণীর লোককে কে উপদেশ দিলে বলে, আমি তো তওবা করতে চাচ্ছি কিন্তু সময় হয়ে উঠতেছে না। সুতরাং এই কারণে তার আশাও করছি না। আর তওবা করার ইচ্ছা না থাকলে বলে, আল্লাহ পাক তো গাফুরুর রাহীম এবং ক্ষমাশীল ও দয়ালু, তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো, প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হলো আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, এ অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না। [১৮

২৭.তালিবে ইলমের বে সবর না হওয়া :

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র। ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও শক্ত। অসীম দুঃখ-বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে

হবে অনেক বড়। ছুঁতে হবে ইলমের হিমালয়। পৌঁছতে হবে কাঙ্ক্ষিত স্থানখিলে। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভুবনে মানমিছে পৌঁছা যাবে না, ফোটা যাবে না ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে। কামড়েন মুসা -কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্যধারণের বিষয়ে পূর্বে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে।

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.

"তিনি (খিজির) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিষয় আপনার আওতাধীন নয়, তা দেখে আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করবেন?"

উত্তরে মুসা বললেন, জ্বী আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব। আমি হাজারো কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব। আমি একটুও অধৈর্য হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا.

"অতঃপর সে (মুসা) বললো, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।"

এ প্রকার ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে মুফতি হওয়ার পূর্বে ফতোয়া না দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা। আর শিক্ষকেরও ধৈর্যধারণ করতে হবে ছাত্রকে সবক ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

২৮. বে সবর হতে নিষেধাজ্ঞা:

পবিত্র কুরআনে ছবরের নির্দেশ দানের পাশাপাশি মহান আল্লাহ ধৈর্য বিরোধী কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَار 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না' (আনফাল ৮/১৫)। তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না' (মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِين "আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। মুমিন হ'লে তোমরাই হবে বিজয়ী' (আলে ইমরান ৩/১৩৯)।

২৯.বে সবর থেকে দূরে থাকতে যেগুলো করবেন না:

সব কাজ পূরণ হতেই কিছু না কিছু বাঁধা থাকে। তাই সব কাজ পূরণ করতে হলে সেসব কাজ না করা চাই। ঠিক তেমনি ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সুতরাং ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে যেগুলো বাঁধা প্রদান করে সেগুলো করবেন না। তাহলেই দেখবেন আপনার জন্য ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাচ্ছে।

হারাবেন না

তাড়াহুড়া করবেন না

ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা যাবে না। কেননা মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই মানবজাতি সবক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতে পছন্দ করে। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

خلق الإنسان من عجل

"নিশ্চয় সৃষ্টিগতভাবে মানুষ তাড় প্রবণ।

যদি ধৈর্যধারণ করা হয় তাহলে ফল ভোগ করবে অন্যথায় ধৈর্যের ফল পাওয়া যাবে না। প্রিয়তম প্রভু আল্লাহ ও তার প্রেমময় বন্ধুকে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেছেন। আর পূর্ববর্তী নবিরা যেমন কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন, ঠিক ওভাবে আপনিও ধৈর্যধারণ করুন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.

"হে নবি। আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন পূর্ববর্তী সাহসী পয়গম্বরগণ ধৈর্যধারণ করেছেন। আপনি কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। ১০৪

রাগ করবেন না

ধৈর্যধারণের ফল পেতে হলে আপনাকে রাগ না করা থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। কেননা রাগ হলো ধৈর্যধারণের বিপরীত কাজ। তাই রাগ না করা চাই। যদি কোনো কষ্টে আক্রান্ত হওয়ার পরও রাগ না করে থাকেন, তবেই আপনি পাবেন ধৈর্যধারণের ফল। আল্লাহ তার প্রিয় বন্ধু রাসুল এ-কে রাগ করতে নিষেধ করেছেন। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكن كصاحب الحوت إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظوم
১০৪ সুরা আহকাফ।

"আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন, আপনি মাছওয়ালা ইউনুসের মতো হবেন না। যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করছিলো। "১০৫

নিরাশ হবেন না

ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে, কোনো বিপদ আসলে নিরাশ না হওয়া। তাই তো ইয়াকুব তার সন্তানদেরকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

ِيَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ "বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। "১০৬

শেষ কথা:

ধৈর্য আশা ও আকাঙ্ক্ষার বাতিকে জ্বালিয়ে দেয়। ধৈর্যধারণ করা হলো নিরাশ না হওয়ার ঔষধ। আর যে নিরাশ হয় না, আল্লাহ কখনো তার আশাকে অপরিপূর্ণ রাখেন না। অবশ্যই আল্লাহ দুখের পরে সুখ দান করবেন।

৩০.সবর করতে না পারলেও কি পুরস্কার পাবে

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»

তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি আল্লা্হকে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার উপর তো আমার মত মুসিবত আসেনি। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চিনতে পারেননি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুয়ারে হাযির হলেন, তাঁর কাছে কোন পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেনঃ সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই। (সহীহ-বোখারী-১২৮৩)

মুল্লা আলী কারী রাহ বলেন,

أما إذا لم يصر الصبر طبعا ثم تذكر المصيبة ثم صبر ولو طال العهد فيثاب، كما سيأتي في الحديث، ولكن الدرجة الأعلى عند الصدمة الأولى

যদি কেউ প্রথমে ধৈর্য্য ধরতে না পারে, পরবর্তীতে তার ধৈর্য্যর কথা স্বরণে আসে, এবং অতঃপর সে ধৈর্য্য ধারণ করে, তাহলে সেও সওয়াব পাবে যদিও দীর্ঘকাল পরেও সে সবর করে থাকুক না কেন? যেমন সামনের হাদীসে আসতেছে।তবে মসিবতের প্রথম মুহূর্তে সবর করাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে।[১৭]

৩১.আল্লাহকে ভালোবাসলে ধৈর্যধারণ শিখতেই হবে:

আমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করি, তাহলে ধৈর্যধারণের মতো একটি গুণাবলি আমাদেরকে অর্জন করতেই হবে। আমাদের ধৈর্যের মাত্রা ও পরিমাণই নির্দেশ করবে যে আমরা আল্লাহকে কতটা ভালোবাসি। বিশেষ করে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং দুঃসহ অবস্থায় কে কতটা ধৈর্যধারণ করতে পারে, আল্লাহর ওপর কতটা ভরসা রাখতে পারে- তার মধ্য দিয়েই আল্লাহর প্রতি আমাদের একনিষ্ঠতা এবং ভালোবাসার যথার্থতা প্রমাণ হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে। কিন্তু যখনই আল্লাহ কোনো সমস্যায় ফেলেন, পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন, তখনই সেই ভালোবাসার জোরটি প্রকাশ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তারাই আল্লাহকে সত্যিকারার্থে ভালোবাসার দাবি করতে পারেন, যারা যেকোনো অবস্থায় ধৈর্য ধরে রাখতে পারেন। যারা প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করতে পারেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে নবি মুহাম্মাদকে (সা.) উদ্দেশ্য করে বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم
ধৈর্য: জান্নাতে যাওয়ার পথ

"আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, এতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদেরকে পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।" (সুরা আল ইমরান: আয়াত ৩১)

পরীক্ষায় না পড়লে বান্দার ধৈর্য বোঝা যায় না আবার আল্লাহর প্রতি তার আস্থাও প্রমাণিত হয় না। আল্লাহকে তিনি সত্যিকারেই ভালোবাসেয়নি সর্বাবস্থায় বিশেষ করে সংকটকালীন মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারেন। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল করেছেন। হযরত আইয়ুব (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب

"আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।" (সুরা ছোয়াদ: আয়াত ৪৪)

আল্লাহ তাআলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বান্দার জন্যেও প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়াটাকেই চূড়ান্ত ফয়সালা হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই আমাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়ার মতো ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে।
না

রবের কাছে দুআর উপর ধৈর্যধারণ

আজকাল মানুষেরা দুআর উপর ধৈর্যধারণ করতে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। অথচ দুআর উপর ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বিশেষ ক্ষেত্র। তাই তো দ্বীন থেকে তারা ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে, আর এ দূরত্বটা তাকে অনেক বড় গুনাহ ও পাপ করতে বাঁধা দেয় না।

হযরত নূহ প্রায় সাড়ে নয়শত বছর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, তবুও সে মালিকের দরবারে শুধু দুআ করতেন ও ধৈর্যধারণ করতেন। তিনি অধৈর্য হয়ে দোয়া করাকে ছেড়ে দেননি। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا.

"সে বলল-হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নই বৃদ্ধি করেছে।"৬৪

দু'আর ক্ষেত্রে কষ্ট কেবল দেহে নয় বরং মনেও ধৈর্যধারণ করবে অর্থাৎ মনে কোনো আক্ষেপ করবে না। আর শত্রুর পক্ষ থেকে যত বদদোয়া আসুক না কেন তাতেও কোনো পরোয়া করবে না। তখনও মুমিন বান্দা ধৈর্য হারাবেন না। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
ۚوَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

"অবশ্যই ধন-সম্পদ ও জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। আর তোমরা আহলে কিতাব কাফিরদের কাছ থেকে অনেক বড় অশোভন উক্তি শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তা তোমাদের একান্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।"
না

অর্থাৎ শত্রুদের পক্ষ থেকে যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে তখন পলায়ন করো না বরং ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

ْأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُم

َوَيَعْلَمَ الصَّابِرِين.

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।"৭১

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ ُ

َالشَّاكِرِين.

"আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল ছাড়া আর বৈ কিছু না। তার পূর্বেও অনেক রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।

৩২.উপসংহার

ধৈর্য আশা ও আকাঙ্ক্ষার বাতিকে জ্বালিয়ে দেয়। ধৈর্যধারণ করা হলো নিরাশ না হওয়ার ঔষধ। আর যে নিরাশ হয় না, আল্লাহ কখনো তার আশাকে অপরিপূর্ণ রাখেন না। অবশ্যই আল্লাহ দুখের পরে সুখ দান করবেন।

কুরআন মাজীদে সবর বা ধৈর্য শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে প্রচলিত অর্থে সবর বলতে শুধুমাত্র ধৈর্যধারণ করা, চুপচাপ সহ্য করাকেই বুঝানো হচ্ছে। যে শব্দগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা জড়তা, অসাড় ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধৈর্য বা সবরের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দৃঢ় বা অটল থাকা অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য অর্জন

করতে অটলভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যত বাধা আসুক, যত বিপদ-আপদ আসুক, যত কষ্ট হোক, কিছুতেই হতাশ বা ভেঙ্গে না পড়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাত প্রত্যাশা করা।

সুরা আল-বাকারা: ১৫৫-১৫৭
রাসুল আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দিয়েছেন যখন আমরা কষ্টে নিপতিত হই। আবি সালাবা খুশানী বলেন, রাসুল বলেন, "তোমাদের সামনে সবরের দিন আসবে। সেই দিনগুলোতে ধৈর্যধারণ করা হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের উপর পা রাখার মতো। সে সব ফিতনায় ধৈর্যধারণকারীর আমল তোমাদের পঞ্চাশজন ব্যক্তির আমলের সমান হবে।"১০৭ (যে ব্যক্তি ঐসব ফিতনায় ধৈর্যধারণ করবে, সে ফিতনাহীন ব্যক্তির দশগুণ সওয়াব পাবে)।মহান রব আমাদের সবাইকে ধৈর্য্যশীল হওয়ার তাওফিক দান করুন।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই সকল ধৈর্যশীলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো, যারা বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্টে সবর করে। যারা সুখের সময় ও সুস্থতায় সবর করে। হে রব! আমাদের ধৈর্যকে তাদের মতো করে দাও, যারা একমাত্র তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য সবর করে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী। আমীন।[১৯

তথ্যসূত্র

১.https://www.hadithbd.com/books/error/?id=13237
২.https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/
৩. বই:-*ধৈর্য জান্নাতের যাওয়ার পথ।
অনুবাদ ও সংকলন, আলি আহমেদ মাবরুর।

৪.সবর মুমিনের সাফল্যে সোপান
শায়েক আব্দুল মালিক আল কাসেম।
৫. ধৈর্য হারাবেন না। শায়েখ মোহাম্মদ সালেহ আল মোনাজ্জিদ।
৬. ধৈর্য গুরুত্ব ও তাৎপর্য
ডঃ মোঃ কবিরুল ইসলাম।
৭.https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=2&chapter=596
৮.https://islamqa.info/bn/answers/154215/
৯ https://islamqa.info/bn/answers/3699/
১০.https://islamqa.info/bn/answers/224885/
১১.https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic life/2021/09/16/1074131
১২.https://www.alkawsar.com/bn/article/2703/
১৩. https://muslimbangla.com/article/470/
১৪. https://alheraralo.wordpress.com
১৫.https://www.hadithbd.com/books/error/?id=13237
১৬.সহীহ মুসলিম ৫৪-(১৫৭), ইবনু মাজাহ ৪০৩৭, সিলসিলাতুস সহীহাহ্ ৫৭৮, সহীহুল জামি ৭০০২।
১৭.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3973
১৮.https://www.hadithbd.com/books/section/?book=15
১৯.https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=47&chapter=6724
২০. https://ifatwa.info/30599/
২১. https://ifatwa.info/22279/
২২..https://www.islamicboisomahar.com/preview.php?id=1243
২৩.https://drive.google.com/file/d/1GgvSf5CRGQUQGATNDVyBZOmrxaeQZ-69/view

বাবা সাগর ও ধৈর্য ধরনের প্রতিবন্ধক সমূহলা-মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষার হেকম
ত হচ্ছে বালা-মুসিবতে পড়লে বান্দার কি
অবস্থা হয় সেটা যাচাই করা: বান্দা কি সবর করে; নাকি হতাশ হয়ে পড়ে। আর নেয়ামত দেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করার হেকমত হচ্ছে বান্দার অবস্থা ফুটিয়ে তোলা; বান্দা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; নাকি কৃতঘ্ন হয়ে যায়।

বনী আদমের সকল কর্মকাণ্ড, তার সকল বিষয়, জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু পরীক্ষার আওতাভুক্ত। তার জীবনটাই পরীক্ষা। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা। তার অসুস্থতা পরীক্ষা। তার সুখ-শান্তি পরীক্ষা। তার সম্পদ পরীক্ষা। তার রিখিক পরীক্ষা। তাকে ঘিরে যা কিছু আছে সবকিছু তার জন্য পরীক্ষা। তার ইলম পরীক্ষা। এ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য তার চলার পথ নির্বাচন করার পরীক্ষা। বান্দা কি

27

ডান পথ গ্রহণ করে; নাকি বাম পথ। বান্দা কি রহমানের বাধ্য হয়ে চলে; নাকি শয়তানের বাধ্য হয়ে চলে। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"[সূরা মুলক, আয়াত: ২] আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।" (সূরা হুদ, আয়াত: ০৭] আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।" [সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তিপ্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।" [সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫]

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পরীক্ষা'। এ পরীক্ষা মধ্যে রয়েছে ইবাদতের দায়িত্বগুলো অর্পণ। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইবাদত আদায় করবে সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্তকারী ইবাদতের ব্যাপকার্থক যে সংজ্ঞা তার ভিত্তিতে সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি এতে কসুর করবে সে তার কসুর অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ্ তাআলা জানাচ্ছেন যে, তিনি বিশ্বজগৎ, মৃত্যু, জীবন এবং পৃথিবীকে এর ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা দিয়ে সুশোভিত করেছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি যেন পরীক্ষা করে নিতে পারেন তাঁর মাখলুকের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। যার কর্ম হবে তার রবের পছন্দ অনুযায়ী। এর মাধ্যমে মাখলুক তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, বিশ্বজগৎকে যে লক্ষ্যে সৃজন করা হয়েছে সে বাস্তবায়ন করবে। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে- রবের বন্দেগী করা; যে বন্দেগীর মধ্যে নিহিত রয়েছে রা ভালবাসা ও আনুগত্য। এটাই হচ্ছে- উত্তম আমল। যে আমল তাঁর ভালবাস সন্তুষ্টি অনুযায়ী পালিত হয়। ['রওযাতুল মুহিব্বীন' পৃষ্ঠা- ৬১ থেকে সমাপ্ত)বালা-মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষার হেকমত হচ্ছে বালা-মুসিবতে পড়লে বান্দার কি অবস্থা হয় সেটা যাচাই করা: বান্দা কি সবর করে; নাকি হতাশ হয়ে পড়ে। আর নেয়ামত দেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করার হেকমত হচ্ছে বান্দার অবস্থা ফুটিয়ে তোলা; বান্দা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; নাকি কৃতঘ্ন হয়ে যায়।

বনী আদমের সকল কর্মকাণ্ড, তার সকল বিষয়, জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু পরীক্ষার আওতাভুক্ত। তার জীবনটাই পরীক্ষা। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা। তার অসুস্থতা পরীক্ষা। তার সুখ-শান্তি পরীক্ষা। তার সম্পদ পরীক্ষা। তার রিখিক পরীক্ষা। তাকে ঘিরে যা কিছু আছে সবকিছু তার জন্য পরীক্ষা। তার ইলম পরীক্ষা। এ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য তার চলার পথ নির্বাচন করার পরীক্ষা। বান্দা কি

27

ডান পথ গ্রহণ করে; নাকি বাম পথ। বান্দা কি রহমানের বাধ্য হয়ে চলে; নাকি শয়তানের বাধ্য হয়ে চলে। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"[সূরা মুলক, আয়াত: ২] আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে

শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।" (সূরা হুদ, আয়াত: ০৭] আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।" [সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তিপ্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।" [সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫]

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পরীক্ষা'। এ পরীক্ষা মধ্যে রয়েছে ইবাদতের দায়িত্বগুলো অর্পণ। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইবাদত আদায় করবে সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্তকারী ইবাদতের ব্যাপকার্থক যে সংজ্ঞা তার ভিত্তিতে সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি এতে কসুর করবে সে তার কসুর অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ্ তাআলা জানাচ্ছেন যে, তিনি বিশ্বজগৎ, মৃত্যু, জীবন এবং পৃথিবীকে এর ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা দিয়ে সুশোভিত করেছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি যেন পরীক্ষা করে নিতে পারেন তাঁর মাখলুকের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। যার কর্ম হবে তার রবের পছন্দ অনুযায়ী। এর মাধ্যমে মাখলুক তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, বিশ্বজগৎকে যে লক্ষ্যে সৃজন করা হয়েছে সে বাস্তবায়ন করবে। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে- রবের বন্দেগী করা; যে বন্দেগীর মধ্যে নিহিত রয়েছে রা ভালবাসা ও আনুগত্য। এটাই হচ্ছে- উত্তম আমল। যে আমল তাঁর ভালবাস সন্তুষ্টি অনুযায়ী পালিত হয়। ['রওযাতুল মুহিব্বীন' পৃষ্ঠা- ৬১ থেকে সমাপ্ত)লা-মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষার হেকমত হচ্ছে বালা-মুসিবতে পড়লে বান্দার কি অবস্থা হয় সেটা যাচাই করা: বান্দা কি সবর করে; নাকি হতাশ হয়ে পড়ে। আর নেয়ামত দেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করার হেকমত হচ্ছে বান্দার অবস্থা ফুটিয়ে তোলা; বান্দা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; নাকি কৃতঘ্ন হয়ে যায়।

বনী আদমের সকল কর্মকাণ্ড, তার সকল বিষয়, জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু পরীক্ষার আওতাভুক্ত। তার জীবনটাই পরীক্ষা। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা। তার অসুস্থতা পরীক্ষা। তার সুখ-শান্তি পরীক্ষা। তার সম্পদ পরীক্ষা। তার রিযিক পরীক্ষা। তাকে ঘিরে যা কিছু আছে সবকিছু তার জন্য পরীক্ষা।

তার ইলম পরীক্ষা। এ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য তার চলার পথ নির্বাচন করার পরীক্ষা। বান্দা কি

ডান পথ গ্রহণ করে; নাকি বাম পথ। বান্দা কি রহমানের বাধ্য হয়ে চলে; নাকি শয়তানের বাধ্য হয়ে চলে। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"[সূরা মুলক, আয়াত: ২] আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।" (সূরা হূদ, আয়াত: ০৭] আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।" [সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তিপ্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।" [সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫]

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পরীক্ষা'। এ পরীক্ষা মধ্যে রয়েছে ইবাদতের দায়িত্বগুলো অর্পণ। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইবাদত আদায় করবে সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্তকারী ইবাদতের ব্যাপকার্থক যে সংজ্ঞা তার ভিত্তিতে সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি এতে কসুর করবে সে তার কসুর অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ্ তাআলা জানাচ্ছেন যে, তিনি বিশ্বজগৎ, মৃত্যু, জীবন এবং পৃথিবীকে এর ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা দিয়ে সুশোভিত করেছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি যেন পরীক্ষা করে নিতে পারেন তাঁর মাখলুকের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। যার কর্ম হবে তার রবের পছন্দ অনুযায়ী। এর মাধ্যমে মাখলুক তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, বিশ্বজগৎকে যে লক্ষ্যে সৃজন করা হয়েছে সে

বাস্তবায়ন করবে। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে- রবের বন্দেগী করা; যে বন্দেগীর মধ্যে নিহিত রয়েছে রা ভালবাসা ও আনুগত্য। এটাই হচ্ছে- উত্তম আমল। যে আমল তাঁর ভালবাস সন্তুষ্টি অনুযায়ী পালিত হয়। ['রওযাতুল মুহিব্বীন' পৃষ্ঠা- ৬১ থেকে সমাপ্ত)

(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত"। (সূরা তাগাবুন: ১১) [১৯

আর বে সবর বলতে বুঝায় আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করা এবং মন্দ কাজগুলি হতে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাকে বুঝায়।যেযে বান্দার মধ্যে সবর নেই সে চরম হতাশা ও নৈযে বান্দার মধ্যে সবর নেই সে চরম হতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে নিজেকে শয়তানের কাছে পরাস্থ করে দেয় এবং যাবতীয় মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে সকল বান্দার পরিণতি হয় জাহান্নাম। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হইল আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, ইহা অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না। ১৮। মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে, সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সেতা হালকা ভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখে।রাশ্যের শিকার হয়ে নিজেকে শয়তানের কাছে পরাস্থ করে দেয় এবং যাবতীয় মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে সকল বান্দার পরিণতি হয় জাহান্নাম। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হইল আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, ইহা অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না। ১৮। মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে, সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সেতা হালকা ভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখে। বান্দার মধ্যে সবর নেই সে চরম হতাশা ও নৈরাযে

বান্দার মধ্যে সবর নেই সে চরম হতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে নিজেকে শয়তানের কাছে পরাস্থ করে দেয় এবং যাবতীয় মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে সকল বান্দার পরিণতি হয় জাহান্নাম। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হইল আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, ইহা অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না। ১৮। মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে, সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সেতা হালকা ভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখে।শ্যের শিকার হয়ে নিজেকে শয়তানের কাছে পরাস্থ করে দেয় এবং যাবতীয় মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে সকল বান্দার পরিণতি হয় জাহান্নাম। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হইল আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, ইহা অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না। ১৮। মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে, সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সেতা হালকা ভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখে।

যে বান্দার মধ্যে সবর নেই সে চরম হতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে নিজেকে শয়তানের কাছে পরাস্থ করে দেয় এবং যাবতীয় মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে সকল বান্দার পরিণতি হয় জাহান্নাম। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হইল আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, ইহা অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না। ১৮। মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে, সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সেতা হালকা ভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখে।ভূমিকা